নোলেজ্

ডাঃ রাধারমণ বিশ্বাস

সূচীপত্র

বিষয়				পৃষ্ঠা
প্রাণিরাজ্যোৎপন্ন ঔষধাদি সম্বন্ধে দুটি কথা		...	...	৭
রোগী আরোগ্যহেতু রোগরাজ্যের দান		...	...	১৩
নোসোড্‌স্ পুস্তকের ভূমিকা	...	...	...	১৯
আষ্টিলেগো মেডিস	...	...	...	১০১
অ্যানথ্রাসিনাম	...	...	...	৭৬
অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া	...	...	...	৮৭
ইলেকট্রিসিটাস	...	...	...	১০৯
এক্স-রে	...	...	...	১০২
ককেলুচিন	...	...	...	৯৮
কোলেস্টারিনাম	...	...	...	১১১
ক্যালকুলোবিলি	...	...	...	১১২
টিউবারকিউলিনাম	...	...	...	৮৪
টিউবারকিউলিনাম এভিয়ের	...	...	...	৮৭
ডিপথিরিনাম	...	...	...	৭৯
নিউমোকক্সিন	...	...	...	১১২
নিউমোটক্সিন	...	...	...	১১২
পাইরোজেনিয়াম	...	...	...	৭৯
ব্যাসিলিনাম	...	...	...	৮১
ভ্যারিওলিনাম	...	...	...	৯৩
ভ্যাক্সিনিনাম	...	...	...	৯১
মিউকোটক্সিন	...	...	...	১১২

বিষয়				পৃষ্ঠা
মেডোরিনাম	...	...	...	৫৮
ম্যালানড্রিনাম	...	...	...	৯৫
ম্যাগনেটিস পোলি অ্যাম্বো	...	...	...	১০৯
ম্যাগনেটিস পোলাস আর্কটিকাস	...	...	...	১১০
ম্যাগনেটিস পোলাস অস্ট্রেলিস	...	...	...	১১০
রেডিয়াম	...	...	...	১০৫
সিকেলি কর্নিউটাম	...	...	...	৯৫
সিরিনাম	...	...	...	১১১
সিফিলিনাম	...	...	...	২৪
সোরিনাম	...	...	...	২১
হাইড্রোফোবিনাম	...	...	...	৯৯
হিপোজেনিয়াম	...	...	...	১০৩
আলোচনা	...	...	...	১১৩
উপসংহার	...	...	...	১২১

সোরিনাম

সোরিনামের উৎপত্তি হয়েছে কচ্ছুবীজ অর্থাৎ খোসের পূঁজ হতে। নোসোড্স্ বা রোগবীজোৎপন্ন ঔষধাবলী আমাদের হোমিওপ্যাথি মতে শক্তিকৃত হয়ে অত্যদ্ভূত শক্তি ধারণ করে। অপরাপর ওষুধের ন্যায় ইহাদেরও রীতিমতো প্রুভিং হয়ে লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধ হয়। সেই সকল লক্ষণাবলী দৃষ্টে এর প্রয়োগ সূচিত হয়। এই সকল রোগবীজোৎপন্ন ঔষধাবলী হোমিওপ্যাথিশাস্ত্রে যে কি মহামূল্য এবং তাদের ফল ও শক্তি যে কি অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য তা ঠিকমতো প্রয়োগ করলেই জানা যায়। আমার মনে হয়, নোসোড্স্ ওষুধগুলির মতো এত বেশি শক্তিশালী ওষুধ আর আছে কিনা সন্দেহ। কত শত দুরারোগ্য রোগী তাদের চরম ও শেষ অবস্থায় যে এর দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। সোরিনাম, টিউবারকুলিনাম, ভেরিওলিনাম, পাইরোজেন ইত্যাদি ওষুধের সৃষ্টি না হলে হোমিওপ্যাথিশাস্ত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত। নোসোড্স্ ওষুধগুলিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে এদের খুব ভালো করে চিনতে হবে এবং খুব ভালো করে চিনতে হলে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সে কাজ হবে না। তাই নোসোড্স্ ওষুধগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করবার জন্যই আমি তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করব। তাছাড়া এই ওষুধগুলির প্রয়োগক্ষেত্র অতি বিস্তৃত থাকায় এবং অন্যান্য অনেক ওষুধের সঙ্গে এদের মিল থাকায়, তাদের পরস্পর পার্থক্যও এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই।

বিশেষ লক্ষণ

১। সোরা ও স্ক্রোফুলাদোষযুক্ত রোগী।

২। পুরাতন পীড়ায় নির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োগেও কাজ হয় না।

৩। তরুণ পীড়ায় সাংঘাতিকভাবে ভোগবার পর দুর্বলতাটি সারতেই চায় না, থেকেই যায়।

৪। অত্যন্ত দুঃখিত ও নৈরাশ্যযুক্ত।

৫। অত্যন্ত দুর্বলতা, কেবল শুয়ে থাকতে চায়।

৬। সামান্য পরিশ্রমেই অতি ঘর্ম এবং তাতে উপশম হয়।

৭। দেহের ও যাবতীয় স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ।

৮। শীতল বাতাসে বা ঋতুপরিবর্তনে অসহিষ্ণুতা, মাথায় সর্বদা গরম টুপি বা আবরণ রাখতে চায়।

৯। শুষ্ক ও আঁশযুক্ত চর্মরোগ—গ্রীষ্মকালে লোপ পায় এবং শীতকালে প্রকাশ হয়।

১০। অসুস্থ হবার আগের দিনটি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করে।

১১। মাথাব্যথার সময় অতি ক্ষুধার্ত—কিছু খেলে কমে।

১২। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ক্ষুধার আবির্ভাব, কিছু খেতেই হবে।

১৩। চর্মে দারুণ চুলকানি, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি।

১৪। শীতল বাতাসে, শয্যার উত্তাপে, বসলে বা সঞ্চালনে বৃদ্ধি এবং

১৫। শুয়ে থাকলে, হাত দুটি ছড়িয়ে বা ঝুলিয়ে রাখলে উপশম।

উল্লেখিত পনের লক্ষণই সোরিনামের প্রদর্শক লক্ষণ বলে গণ্য হয় কিন্তু আরও সংক্ষিপ্ত কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা এই ঔষধটিকে আমরা অতি সহজে চিনে রাখতে পারব। সেই অতি বিশেষ অথচ সংক্ষিপ্ত লক্ষণগুলি হল ঃ

১। দুঃখবোধ।

২। দুর্বলতা।

৩। শীতার্ততা।

৪। প্রতিক্রিয়ার অভাব।

৫। প্রচুর ঘর্ম।

৬। দুর্গন্ধ।

কিন্তু এগুলি সোরিনামের প্রদর্শক ও বিশেষ লক্ষণ হলেও এবং এতে সোরিনামকে ভালো করে চিনবার সুযোগ ঘটলেও সোরিনামের ক্রিয়া দেহীর প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর ভীষণভাবে বর্তমান। সুতরাং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের উপর ইহার বিশেষ লক্ষণগুলি ভালো করে বিস্তৃতভাবে আমাদের জানা কর্তব্য। নিম্নে বিস্তৃতভাবে সেগুলি বর্ণনা করা হলো ঃ

মন—মন নৈরাশ্যপূর্ণ। মৃত্যু নিশ্চয় বলে মনে করে। মুক্তিবিষয়েও নৈরাশ্য জন্মে। ধর্ম সম্বন্ধে অতি বিষন্নতা। আত্মহত্যার ঝোঁক। সহজেই চমকে ওঠে। অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্বলতা। বিদ্যুৎময় ঝড়ের দিনকয়েক পূর্ব হইতেই রোগী নিজেকে অতি অসুস্থ মনে করে (ফস)। যেদিনে সে অসুস্থ হয় তার পূর্বের দিনটিতে সে নিজেকে খুব সুস্থ মনে করে।

রোগী সদাই উত্তেজিত, অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ ও কোলাহলপ্রিয়। তার স্মরণশক্তির অতি দুর্বলতাহেতু কিছুই মনে থাকে না, এমন কি অনেক সময় নিজের ঘরও চিনতে পারে না। মনে কোনও বিষয়ের চিন্তা উঠলে তা মনের মধ্যে সর্বদা জাগরিত থাকে। শরীরটিকে ঋজুভাবে খুব উঁচু করলে চিন্তারাশি মন থেকে দূর হয়। সকাল বেলায় মাথার বাঁ দিকটা জড়বৎ মনে হয়। রাত্রে জাগলেই সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে ও মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো হয়। বিকালে তার মনটা এত অবসন্ন হয়ে থাকে যে তার কোনও কাজ করতে ইচ্ছা হয় না।

মানসিক উত্তেজনা হলেই রোগীর কম্প হতে থাকে, এমন কি ঐ জন্যে তার কঠিন রোগও জন্মে। মানসিক পরিশ্রম করলে তার মাথায় দপ্‌দপ্‌ানিযুক্ত বেদনা হয়, বা ললাটে ব্যথা জন্মে। সে খুবই অসহিষ্ণু থাকে। ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভয়ে সে সদা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়।

রোগী অত্যন্ত সোরাধাতুদুষ্ট এবং স্নায়ুবিকগ্রস্ত, অস্থির ও সহজেই চমকে ওঠে। **উদ্বিগ্নতা, বিষন্নতা, অবসন্নতা, মুক্তি ও আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ্য এবং আত্মহত্যার বাসনা তার সাথী।** কেবলভাবে যে তার ব্যবসা বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে, তার রোগ বুঝি ভালো হবে না। এইপ্রকার নানান অশুভ চিন্তায় তার মনটি ভারাক্রান্ত ও চিন্তান্বিত থাকে। চুলকানির জন্য সে পাগল হয়ে যায়।

মস্তক—রাত্রি একটায় মাথায় যেন আঘাত পেয়েছে এইরূপ ব্যথা নিয়ে রোগী জেগে ওঠে। পুরাতন শিরঃপীড়া। মাথাব্যথার সময় তার ক্ষুধা পায় এবং কিছু খেলে অল্প আরামও হয়। শিরোঘূর্ণনসহ শিরঃপীড়া। মাথায় দপ্‌দপানি ব্যথা। মস্তক খুব বড় হয়েছে মনে হয়—আবহাওয়ার পরিবর্তনে উহার বৃদ্ধি। মস্তকে শোণিত সঞ্চয়হেতু শিরঃশূল।

মাথাব্যথা হবার আগে চক্ষুর সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় দেখা যায় এবং তৎসহ ঝাপ্সা দৃষ্টি ও অন্ধত্ব জন্মে। চর্মরোগ ও ঋতুরোগবশত মাথাব্যথা। নাক দিয়ে রক্ত পড়লে উহা কমে।

সকালে মাথার বেদনায় মনে হয় মস্তিষ্ক যেন ললাটদেশ ঠেলে বের হয়ে যাচ্ছে। মাথাটা ধুলে ও কিছু আহার করলে তা কমে। মস্তকে রক্তাধিক্য হয়ে গালদুটি লালবর্ণ ও উত্তপ্ত হয়, মুখমন্ডলের উদ্ভেদগুলিও লাল হয়ে ওঠে। মাথাব্যথা বাঁদিকেই বেশি থাকে এবং রোগী মাতালের মতো বা অজ্ঞানের মতো হয়ে যায়। মস্তকে রক্তাধিক্য ও শ্বাসকৃচ্ছ্রতা। **সর্বদা মস্তকে উষ্ণ আবরণী ব্যবহার করে।**

মুখমন্ডল—**মুখমন্ডল পান্ডুর ও পীতাভবর্ণযুক্ত হয়।** মুখমন্ডলে রোগের চিহ্ন সুস্পষ্ট বর্তমান থাকে। চক্ষু দুটি বিস্তৃত দেখায় ও নীল রেখা পরিবেষ্টিত হয়। মুখমন্ডল রক্তিমাভাযুক্ত ও উত্তপ্ত, তথায় জ্বালা থাকে। **কপালে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয়।** শুধু কপালে কেন—মুখে, বিশেষত নাকে, চিবুক ও গালের মাঝখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণের ফুস্কুড়ি জন্মে। **উপর ঠোটটি স্ফীত হয়;** রোগীর চুল শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়; পরস্পর জট বাঁধে।

চক্ষু—পুরাতন চোখ ওঠা; পুনঃপুনঃ চোখ ওঠে। চক্ষুর পাতার প্রান্তগুলি লালবর্ণ। ক্ষয়শীল স্রাব পড়তে থাকে। **দারুণ আলোকাতঙ্ক, তৎসহ প্রদাহান্বিত চক্ষুর পাতা।** চোখ দুটি খুলতে পারে না। মুখটি বালিশে গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে

থাকে। সন্ধ্যার সময় চোখ দুটি ক্লান্ত মনে হয়। খোলা বাতাসে বেড়াবার সময় চক্ষুর আলোকাতঙ্ক বৃদ্ধি পায়। চোখে প্রদাহ হয় ও চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে। ডান চক্ষুর পাতা প্রদাহের সময় মুদ্রিত করলে মনে হয় চোখে যেন বালি বা অন্য কোনও বস্তু আছে। চোখের পাতার প্রদাহ আগে ডান চোখে হয়ে পরে বাঁ চোখে যায়। সকালে ও দিনের বেলায় তা বাড়ে। হঠাৎ অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়ে ও তখন চোখের সামনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো দেখা যায়। তখন যা কিছু নজরে পড়ে তাই কালো দেখায় আর কাঁপতে থাকে। একটু উৎকণ্ঠিত হলেই তার দৃষ্টি শক্তির মালিন্য জন্মে।

মুখগহ্বর—মুখের কোণগুলি ভীষণ ফাটা (rhagades) দাঁত ও মাড়ী ঘায়ে পূর্ণ। **উপরের ঠোঁটটি ফোলা**। আগেই বলেছি, ঠোঁট দেখতে কটা বা কালোবর্ণ এবং তাতে ঘা থাকে। ঠোঁটগুলি বেদনাযুক্ত। চোয়ালের ডান পাশে খুব টাটানি থাকে তাই সে হাঁ করতে পারে না। দাঁত খুব শিথিল মনে হয় এবং দাঁত পড়ে যাবার ভয় হয়। দাঁত স্পর্শ করলে ঐ ভাব বাড়ে। **জিহ্বা শুষ্ক, ঝলসানো ভাবযুক্ত এবং শুভ্র বা হরিদ্রাবর্ণ**। মুখও শুষ্ক, মুখে জ্বালা ও সুড়সুড়ানি। মুখে প্রচুর শ্লেষ্মা থাকায় বিকটাস্বাদযুক্ত।

নাসিকা—নাক শুষ্ক থাকে; সর্দি হয় এবং নাক বন্ধ থাকে। পুরাতন সর্দি, শ্বাসগ্রহণ করতে অসহিষ্ণু। ডান নাকে ছেঁদা করা বা হুলবেঁধার মতো মনে হয়, এর পরে খুব হাঁচি হতে থাকে। নাক জ্বালা করে কিন্তু **পাতলা সর্দিস্রাব হতে থাকলে ঐ জ্বালা কমে**। নাকের মধ্যে শ্লেষ্মা কঠিন হয়ে ছিপি আঁটার মতো মনে হয় ও বমি হবার মতো হয়। তখন মাথাটি নোয়ালে ঐ ভাব কমে। নাসিকা-বিভাজক প্রাচীরে বড় পূঁজপূর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মে।

কর্ণ—**কানের চারদিকের কাউর ঘা হতে অতি দুর্গন্ধপূর্ণ রক্তস্রাব হতে থাকে। অসহ্য চুলকানি, কান থেকে অত্যন্ত হরিদ্রাভ ও দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজস্রাব**। কানে খোল জন্মে ও খোল বের হয়। তার বর্ণ লালচে। কানের বাইরের দিক (বহিষ্কর্ণ) দেখতে রক্তবর্ণ হয় ও তা কাঁচা ক্ষতভাবযুক্ত থাকে, সেখান থেকে রস গড়াতে থাকে, তাতে মামড়ি পড়ে। **কানের পশ্চাতে ক্ষতযুক্ত বেদনা হয়**। কানের মধ্যে ও বাইরে পূঁজপূর্ণ গুটিকা জন্মে। এতে একটি মজার লক্ষণ আছে—রোগীর যখন দুর্গন্ধ জলবৎ উদরাময় দেখা দেয় তখন তার কান থেকেও দুর্গন্ধ পূঁজস্রাব হতে থাকে। **কানের চারদিকে ঘা, তা বেদনাযুক্ত ও ফাটাফাটা; তা থেকে হলদেটে স্রাব বা পচা দুর্গন্ধযুক্ত রস পড়তে থাকে; তাতে খুশকি জন্মে এবং সেখানে অসহ্য চুলকানি থাকে।**

স্বরযন্ত্র—টনসিল অত্যন্ত স্ফীত হয়, গিলতে বড় কষ্ট জন্মে। গিলবার সময় কানের মধ্যে পর্য্যন্ত যাতনা হয়। মুখ হতে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত লালাস্রাব হয়। গলার শক্ত শ্লেষ্মা জন্মে। ডাঃ বোরিকের মতে, পুনঃসংঘটনশীল পূঁজযুক্ত টনসিলপ্রদাহ (recurring quinsy)। পূঁজযুক্ত টনসিল রোগ হবার প্রবণতা এই ওষুধের দ্বারা নিঃসন্দেহে আরোগ্য হয়। সর্বদা গলাখাঁকারি দেয় (hawk)। গলায় সর্বদা শ্লেষ্মা সংলগ্ন থাকে, গলা সুড়সুড় করে এবং সর্বদা কাশে। কথা বলতে তার কষ্ট হয় এবং তার গলাটি ভেঙ্গে যায় (স্বরভঙ্গ)।

শ্বাসযন্ত্র—হাঁসফাঁসানিযুক্ত হাঁপানি। উঠে বসলে বাড়ে এবং শুলে ও হাত দুটি খুব পৃথক করে ছাড়িয়ে রাখলে কমে। শক্ত শুষ্ক কাশি। বক্ষে খুব দুর্বলতা। বক্ষাস্থিপ্রদেশে (sternum region) ক্ষতবোধ। শুলে বুকের ব্যথা কমে। প্রতি শীতকালেই তার কাশি হয়। চর্মরোগ লুপ্ত হয়ে কাশি হয়। শ্বাস গ্রহণে সে অক্ষম হয়ে পড়ে। বেশি জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছতা ও তৎসহ হৃৎকম্প। দেহের যত নিকটে সে বাহুগুলি আনয়ন করে ততই তার শ্বাসকষ্ট বাড়ে। নিঃশ্বাস নেবার কালে বুকে পিঠে ছুঁচবেঁধা ব্যথা। গলা সুড়সুড় করে খেঁক্‌খেঁকে কাশি হয়, সবজে গয়ার ওঠে। অনেকক্ষণ কাশলে তবে গয়ার ওঠে। সকালে ঘুম ভাঙ্গলে ও সন্ধ্যায় শুয়ে থাকার সময়ে কাশি বেশি হয় ও সবজে গয়ার বেশি ওঠে। যক্ষ্মারোগের উপক্রমে উক্ত লক্ষণে এটি বড়ই উপকারী ওষুধ। বুকের মধ্যে চাপবোধ ও জ্বালা, শুয়ে থাকলে বুকের রোগগুলি কিছু ভালো থাকে। থেকে থেকে বুকে বেদনা বোধ হতে থাকে এবং রোগীর দারুণ উৎকণ্ঠা জন্মে। কফ পুঁজের মতো, সবুজ বা হরিদ্রাভ, লবণাক্ত।

উদর—পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদগার। সর্বদা অতি ক্ষুধার্ত। রাত দুপুরে ঘুম ভেঙ্গে উঠে তাকে কিছু খেতে হবেই—বিশেষ করে রুটিত খেতেই হবে। বিবমিষা, গর্ভাবস্থায় বমনরোগেও এটি আশু ফলপ্রদ ওষুধ। আহারের পর পেটে যন্ত্রণা। একটু বেড়িয়ে এলে রোগীর খুব ক্ষুধা হয়। শূকরের মাংসে খুব ঘৃণা জন্মে। টাইফাসরোগ শেষ হবার পর রোগীর ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু খুব পিপাসা থাকে।

এর পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদগারের কথা আগেই বলেছি। উদগার অম্লযুক্ত ও তিক্ত। দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হলে উদরশূল উপশম পায়। ঘোড়ায় চড়লে পেট্‌বেদনা হয়। আমাশয়ে খালধরা ব্যথা। পুরাতন যকৃৎপ্রদাহ ও যকৃতে ব্যথা। ঐ ব্যথা জোরে চাপ দিলে, ডান পাশ চেপে শুলে, বেড়ালে, কাশলে, দীর্ঘশ্বাস নিলে বা হাসলে বাড়ে। প্লীহায় ও যকৃতে হুলবেঁধা তীব্র যন্ত্রণা। প্লীহায় যে ছুচফোটা ব্যথা হয় তা দাঁড়ালে কমে কিন্তু সঞ্চালনে বাড়ে। শীতল বা ঠাণ্ডাখাদ্য রোগীর খেতে

খারাপ লাগে না। মাজায় ব্যথা হয় ও রোগী সকালে বমি করে। তারপর সারাদিন তার ঐ বমি বমি ভাব আর যায় না। এটি গর্ভাবস্থায় বমনেরও অতি উপকারী ওষুধ। উদরসংক্রান্ত রোগলক্ষণের সঙ্গে রোগীর ওপরের ঠোঁটটি স্ফীত থাকে।

মল—আমযুক্ত, রক্তাক্ত, কালো ও অতি দুর্গন্ধযুক্ত মল। শক্ত ও কষ্টকর বাহ্যে, গুহ্যদ্বার হতে রক্ত পড়ে; জ্বালাযুক্ত অর্শ। শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা। উদরাময়ের বাহ্যে—মাংস পচার ন্যায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত। কখনও বা জলের মতো পাতলা, কটাবর্ণ পচা গন্ধযুক্ত। এই পচা গন্ধ সোরিনামের নিজস্ব। শুধু উদরাময়ে কেন, এর রোগীর যাবতীয় স্রাবই এমনি মাংসপচা গন্ধযুক্ত। উদরাময় রাত্রে বাড়ে। রাত্রি একটা থেকে চারটার মধ্যে খুব বাড়ে। সাংঘাতিক তরুণ রোগে ভোগবার পর, ছেলেদের দাঁত ওঠবার সময় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে উদরাময় বৃদ্ধি হলে সোরিনাম বিশেষভাবে সূচিত হয়। সোরিনামের রোগীর ডিম পচা গন্ধযুক্ত উদগারের কথা আগেই বলেছি কিন্তু শুধু উদগার কেন, এর মলেও ঐ ডিম পচা গন্ধ থাকে। পুনঃপুনঃ কটাবর্ণের জলবৎ মলত্যাগ হয়। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সময় পেট কামড়ায় ও বাহ্যের বেগ হয়। পুরাতন উদরাময়েও সালফের ন্যায় সোরিনাম বিশেষ উপকারী। অতি প্রত্যুষে রোগীকে তাড়াতাড়ি পায়খানায় মলত্যাগ করতে ছুটতে হয়। শিশু কলেরারোগে এটি একটি মহোপকারী ওষুধ।

স্ত্রীলিঙ্গ—শ্বেতপ্রদর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। তৎসহ পৃষ্ঠব্যথা ও দুর্বলতা থাকে। অনেক সময় ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। ঋতুবন্ধের সময় (during climacteric) রোগিণীর রজঃকৃচ্ছ্রতা হয়। অতি দুর্গন্ধযুক্ত চাপ চাপ শ্বেতপ্রদরস্রাব ও তৎসহ পৃষ্ঠব্যথা-যোনিদেশের কেশাবৃত স্থানে (pulic region) চিমটিকাটার মতো ব্যথা হয়। রোগিণী সোরাধাতুদুষ্ট। গ্রীবার উপর যে উদ্ভেদ জন্মে তা পুরু ছালে ঢাকা থাকে। গর্ভাবস্থায় দারুণ বমি, অন্য ওষুধে বিশেষভাবে আরোগ্য না হলে সোরিন্নাম আরোগ্য করে। গর্ভস্থ ভ্রূণের অতিসঞ্চালন।

পুংলিঙ্গ—দারুণ গনোরিয়ায় যখন অন্য কোনও ওষুধে ফল হয় না এবং বহু বৎসর ধরে কষ্ট দিতে থাকে, সুনির্দিষ্ট ওষুধও বিফল হয়, তখন সোরিনাম বিশেষভাবে সূচিত হয়। ধ্বজভঙ্গ। সঙ্গমে ইচ্ছা হয় না। সঙ্গমে শুক্রক্ষরণ হয় না। জননেন্দ্রিয় শিথিল। অন্ডকোষ ও অন্ডরজ্জুর আকৃষ্টতাভাব। অণ্ডকোষ স্ফীত ও ভারযুক্ত। লিঙ্গমণিতে প্রদাহ ও ক্ষত। বাহ্যের আগে প্রষ্টেটগ্রন্থি হতে স্রাবের ক্ষরণ হয়। পরিহিত বস্ত্রে হলদে দাগ লাগে। লিঙ্গমণির পুরানো প্রতিশ্যায়ের হেতুতেই ঐ রকম স্রাব বের হয়।

মূত্র—সোরিনামের রোগীর টাইফাসরোগে মূত্রবেগ সংবরণ হয় না, অনিচ্ছায় মূত্রত্যাগ করে ফেলে। পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে মূত্রত্যাগ হতে থাকে। মূত্রপথে জ্বালা ও কর্তনবৎ ব্যথা হয়। মূত্র ঘন, সাদা, ঘোলা বা লালবর্ণের তলানিযুক্ত, মূত্রের উপর সর ভাসে।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—গ্রীবাদেশে ব্যথা এবং কঠিনতা থাকে। পিছন দিকে নোয়াতে পারে না; খুব টাটায় ও মনে হয় ছিঁড়ে যাবে। রোগীর পিঠে এত বেদনা থাকে যে, সে সোজা হতে পারে না **কটিদেশ বড়ই দুর্বল** মনে হয়। হেঁটে বেড়ালে ঐ বেদনা বাড়ে, ডান কাঁধও খুব টাটায়। কাঁধ থেঁকে হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত অংশ অবশ মনে হয়। হাতের পিঠে তামাটে ও লালচে ফোস্কা হয়। **অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে চুলকানি। নখের চারদিকে উদ্ভেদ**—ডাঃ বোরিক। রাত্রে হাতের তলা খুব ঘামে। বাঁ হাতের উপর আলপিনের মাথার ন্যায় খুব ছোট ছোট আঁচিলের মতো উদ্ভেদ। নিতম্ব সন্ধিতে (hip joint) বেদনা। রাত্রে ঐ বেদনা বাড়ে ও হাতের দুর্বলতা হয়। জংঘাতে বেদনা, রোগী দাঁড়ালে ভালো থাকে। **পায়ে দুর্গন্ধ ঘর্ম**। পায়ের তলে ক্ষত। পায়ের ঝিন্‌ঝিনি। পায়ের তল দুটি উত্তপ্ত থাকে ও ঘাম হয় এবং খুবই চুলকানি জন্মে। হাত ও পা কাঁপে। স্ত্রীলোকদের মাজায় বেদনা হয় সকালবেলা বমি হয় ও সারাদিন গা বমি বমি ভাব থাকে, সেকথা আগেই জানিয়েছি। রোগীর কুঁচকিতে হুলবিদ্ধবৎ তীব্র যন্ত্রণা হয়। বেড়াবার সময় ডান কুঁচকির মধ্যে দিয়ে বেদনা চলাচল করে।

চর্ম—**চর্ম অতি অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধযুক্ত**। চর্ম দেখতে তৈলাক্ত। একটু পরিশ্রমের কাজ করলেই গায়ের আমবাত বের হওয়া সোরিনাম নির্দেশক। নখের চারদিকে পূঁজযুক্ত উদ্ভেদ। **চর্মের দারুণ চুলকানি**; ঐ চুলকানি তাপে এবং বিশেষত **বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি পায়**। চর্মের উপরে ছোট ছোট লালচে উদ্ভেদ, তাতে আঁশ জন্মে। **চুলকালে চুলকানির ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়** কিন্তু অনেক সময়ে চুলকালে রক্তপাত হয়। অনেক সময় চুলকানি থেকে ফোড়া জন্মে। **সমস্ত দেহ ছালযুক্ত ও শল্কযুক্ত উদ্ভেদপূর্ণ থাকে**। ফোড়া হলে শীঘ্র তা শুকায় না। কানের পশ্চাতে একজিমা। **চর্ম পাণ্ডুবর্ণ**। উদ্ভেদ প্রথমে মাথাতে হয়ে পরে নিম্নের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে (গলদেশ, কান, মুখমন্ডল) যায়। **অতি দুর্গন্ধ রক্তস্রাবী উদ্ভেদ**। শুষ্ক খুস্কির মতো উদ্ভেদ। **চুলকানি শীতে পুনরাক্রমণ করে। চর্ম কর্কশ, ফাটা, তৈলাক্ত ও পাণ্ডুবর্ণ দেখায়**। কনুইসন্ধি বাঁক, মনিবন্ধের চারদিক, জানুসন্ধির বক্রপ্রদেশ, নিম্নপদ ইত্যাদি স্থানেই উদ্ভেদ হওয়া সোরিনামের বিশেষত্ব।

নিদ্রা—অসহ্য চুলকানিহেতু নিদ্রা হয় না। ঘুমোতে ঘুমোতে সহজেই চমকে ওঠে। চোর, ডাকাত বা বিপদের ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখে। রাত্রে মাথায় রক্তাধিক্য হয় ও শ্বাসকষ্ট জন্মে এবং তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। দিবসে নিদ্রালু। স্তন্যপায়ী শিশু দিনরাত নিদ্রাহীন ও উত্তেজিত থাকে ও কাঁদে। ভ্রমণের স্বপ্ন দেখে। ঘুম ভাঙবার পরও স্বপ্নটি মনের মধ্যে স্পষ্ট থেকে যায়। রাত্রি বারোটার পর আর ঘুম হতে চায় না। রাত্রি বারোটা বা একটার সময় ললাট প্রদেশ অত্যন্ত আঘাতপ্রাপ্তির ন্যায় মনে হয়ে ঘুমটি ভেঙ্গে যায়।

বৃদ্ধি

১। কফি পানে—কফি পানকালে এর রোগী কখনও শান্তি পায় না।

২। আবহাওয়ার পরিবর্তনে।

৩। উত্তপ্ত সূর্যকিরণে।

৪। শীতলতায়—শীতলতায় তার ভীতি থাকে।

৫। চর্মরোগ শয্যার উত্তাপে।

৬। সন্ধ্যাকালে ও রাত দুপুরের আগে।

৭। মুক্ত বায়ুমধ্যে।

৮। বিদ্যুৎ ও ঝটিকাময় দিনে।

৯। বসে থাকলে।

হ্রাস

১। মাথায় আবরণ রাখলে। অত্যন্ত গরমের দিনেও মাথায় পশমের টুপি দেয়।

২। শুয়ে থাকলে।

৩। শরীর চালনায়।

৪। ঘর্ম হলে।

সম্বন্ধ

১। সালফার ও টিউবারকিউলিনাম এটির সহকারী ওষুধ।

২। এরপর অ্যালুমিনা, বোর‍্যাক্স, হিপার সালফার ও টিউবার-কিউলিনাম ভালো খাটে।

৩। গর্ভাবস্থায় বমনের জন্য ল্যাকটিক অ্যাসিডের পর এই ওষুধ তাঁকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে।

৪। স্তনের কর্কটরোগে সোরিনামের পর সালফার ভালো খাটে।